ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৭৭

আগরতলা, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

ছাত্রছাত্রীদের উন্নত ভবিষ্যত গড়তে গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

যেকোন দেশ বা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণের উপর জোর দিয়েছেন। ফলে দেখা গেছে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অনেক বেড়েছে। আজ শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ভারত মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই ধারণাটিকেও একটা সময় ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নারীদের শিক্ষার উন্নয়নে জোর দেওয়ার ফলে এখন প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষাস্তর পর্যন্ত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাফল্যের হার বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের পরিবর্তে এপ্রিল থেকে মার্চ করা হয়েছে। ফলে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও সাফল্য পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যসরকার নতুন দিশা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ইউ পি এস সি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ফ্রি-কোচিং এর ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোনো কাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে কোন কাজেই সাফল্য আসেনা। শিশুর বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের সকল সরকারি ও সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন করা হবে। এই নিয়ে তৃতীয়বার সারারাজ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রাজ্যের ৪৯৪৫টি বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন হয়েছে। এই সম্মেলনে রাজ্যের মোট ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৭৩ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেছেন।

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও পুর পারিষদ হিমানী দেববর্মা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা এবং শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

*****